মেহেরপুরে শিশু ধর্ষণ মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে শিশু ধর্ষণ মামলায় দাউদ আলী (৪৪) নামের এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত।

রবিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক মো: তাজুল ইসলাম এ রায় দেন। দাউদ আলী মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়া এলাকার কাসেদ আলীর ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালের ১৯ জুন মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়া এলাকার ১১ বছর বয়সী শিশু রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে বাসার বাইরের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। ওই সময় অভিযুক্ত দাউদ আলী তাকে বিভিন্ন রকম প্রলোভন দেখিয়ে তার বাসায় নিয়ে যায় এবং একটি কক্ষে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। পরে তাকে বাসার মানুষজন অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরের দিন সকালে অভিযুক্তের বাড়ি থেকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে।

এই ঘটনায় তার পিতা বাদী হয়ে মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন।

মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন বলেন, শিশু ধর্ষণের ঘটনায় আদালতে একটি মামলা হয়। আদালত ১১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে। শিশুর ২২ ধারা জবানবন্দিতে শিশুটি সীকারোক্তি দেয় এবং জোরপূর্বক ধর্ষণের বিবরণ দেয়।

তিনি আরও বলেন, আসামি নিজেও ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিতে সীকার করেছে যে সে ওই শিশুকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে। আদালত সাক্ষীদের সাক্ষ্য, ১৬৪ ধারা এবং শিশুর ২২ ধারা জবানবন্দি পর্যালোচনা করে দাউদ আলী দোষী প্রমাণিত হওয়ায় এই রায় দেন।

আসামিপক্ষের আইনজীবী হিসেবে পল্লব ভট্টাচার্য, কামরুল হাসান, গোলাম মোস্তফা দায়িত্ব পালন করেন।

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

হেরোইন রাখার অভিযোগ শাহারুল এবং চঞ্চল নামের ২ মাদক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) বিকালে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ মনজুরুল ইমাম এ আদেশ দেন।

সাজাপ্রাপ্ত শাহরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের পঞ্চাতন শেখের ছেলে ও চঞ্চল হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কালীগাংনী গ্রামের আনিসুর রহমানের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন মেহেরপুর ডিবি’র এস আই শেখ আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে মেহেরপুরের সদর উপজেলার কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশের একটি গলি থেকে শাহারুল ইসলাম, চঞ্চল হোসেন এবং শাব্দুল হোসেনের নামের ৩ জনকে আটক করেন।

ওই সময় শাহারুল ইসলামের প্যান্টের পকেট থেকে ১০০ গ্রাম ওজনের ১০ গ্রাম হিরোইন এবং চঞ্চল হোসেনের গেঞ্জির পকেট থেকে ৫০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

ঐ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) সারনির ৮ (গ) ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং মেহেরপুর সদর থানা ৮। সেসন ২১২/২৩। জি আর নং ৫৬।

পরে মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জসিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ৮ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য দেন।

এতে শাহারুল ইসলাম এবং চঞ্চল হোসেন দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাঁদের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া ২০ হাজার টাকা করে জরিমান অনাদায়ে আরো ৩ মাসের কারাদণ্ডদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে ভারপ্রাপ্ত পিপি আসাদুজ্জামান এবং আসামি শাহারুলের পক্ষে সেলিম রেজা কল্লোল ও চঞ্চলের পক্ষে আলম হোসেন কৌশুলী ছিলেন।

মেহেরপুরে হেরোইন মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে একটি মাদক মামলায় মজনু হক ওরফে মজনু নামের এক হেরোইন ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায় আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

সাজাপ্রাপ্ত মজনু মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কামারখালী ভাইট পাড়ার হাবিবুল মন্ডল এর ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বিকেলে মেহেরপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় দেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিব) পুলিশের উপপরিদর্শক (এস আই) জালাল উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি দল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বামুন্দি এলাকা থেকে মজনুকে আটক করেন। ঐ সময় তার নিকট থেকে ৩০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

ঐ ঘটনায় ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯ এর (১) ধারার টেবিলের (খ) ধারায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলার নং ১। গাংনী থানা। জিআর মামলা নং ৩৪৫/২০১৬। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

মামলায় মোট ১২ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এতে আসামি মজনু সন্দেহাতীতভাবে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজী শহিদুল হক এবং আসামি পক্ষে অ্যাডভোকেট রাকিবুল ইসলাম রুবেল কৌশলী ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ায় স্ত্রী হত্যা মামলায় রনি হোসেন (৩৯) নামে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একইসাথে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সাজার আদেশ দেন আদালত।

বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ বিশেষ আদালতের বিচারক মো. আশরাফুল ইসলামের আদালত দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ আদালতে এই রায় দেন।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত মো. রনি হোসেন (৩৯) কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল চার মাইল এলাকার বাসিন্দা। মামলার অপর আসামি রনির মা লিলি খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ বিশেষ আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি রফিকুল ইসলাম লালন জানান, ‘রত্না হত্যা মামলায় জড়িত আসামি রনির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের স্বাক্ষ্য ও শুনানী শেষে সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১০ হাজার টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ ও অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সাজার দণ্ড দিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত। এ মামলায় লিলি খাতুনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ১৫ জুন বিকেল সাড়ে চারটায় মিরপুর উপজেলার তাঁতিবন্দ গ্রামের রত্মা খাতুনকে (৩৫) বটতৈল চার

মাইল এলাকা থেকে বাজার করে দেওয়ার নাম করে কুষ্টিয়া শহরের কোর্টপাড়ায় রনির মা লিলি খাতুনের ভাড়া বাসায় নিয়ে যায় রনি। সেখানে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রনি তার স্ত্রী রত্নাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।

এ ঘটনায় পরদিন ১৬ জুন নিহতের ছোট ভাই মো. বিশাল হোসেন বোন রত্নাকে হত্যার অভিযোগ এনে রনি ও রত্নার শাশুড়ি লিলি খাতুনের বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে গেল বছরের ৩১ আগস্ট এজাহারভুক্ত দুই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে সদর থানার উপপরিদর্শক মো. আব্দুল কাদের আদালতে চার্জশিট দেয়।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনাতে মাদক মামলায় এক নারীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় মাদক মামলায় দর্শনা আকন্দবাড়িয়া ফার্মপাড়ার রাশিদা খাতুন (৬৪) নাম এক নারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরা এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বহস্পতিবার (১২ অক্টাবর) দুপুরে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক হুমায়ুন কবির সরকার আসামীর উপস্ততিতে এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত রাশিদা খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজলার আকুদবাড়ীয়া ফার্মপাড়ার রবিউল ইসলামর স্ত্রী।

মামলার বিবরণ জানা যায়, ২০১২ সালের ১লা আগস্ট সকালে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল চুয়াডাঙ্গা সদর উপজলার আকন্দবাড়ীয়া ফার্মপাড়ার রাশিদা খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় তার বসত ঘরের একটি স্টীলের বড় বাক্স রক্ষিত প্লাস্টিকের বস্তায় লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ৫০ বোতল ভারতীয় অবৈধ ফেন্সিডিল

উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক লাকিয়া খানম বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেন। চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অফিসের উপ-পরিদর্শক মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল হান্নান একই বছরের ১০ই সেপ্টম্বর রাশিদা খাতুনকে অভিযুক্ত করে আদালতে তদন্ত প্রতিবদন দাখিল করেন।

৬ জন সাক্ষীর মধ্য ৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক হুমায়ুন কবির সরকার আসামীর উপস্থিতে উল্লেখিত রায় ঘোষনা করেন।

মেহেরপুরে মাদক ব্যবসায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার অভিযোগে তাজুল ইসলাম তাজু নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের দন্ডাদেশ দিয়েছে আদালত।

সোমবার ৯ অক্টোবর দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহীদুল্লাহ এ রায় দেন। সাজাপ্রাপ্ত মাদক ব্যবসায়ী তাজুল ইসলাম মেহেরপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের এমদাদ হোসেনের ছেলে।

মামলার অভিযোগ পত্র থেকে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর দুপুর মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা বিভাগের এস আই আব্দুল্লাহ আল মামুনের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি দল তাজুল ইসলামের বাড়ির সামনে থেকে তাজুল ইসলামকে আটক করে। এ সময় তার কাছ থেকে ৮০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। মামলায় ৮ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলার অপর আসামি আলফাজ হোসেনের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণিত

না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য এবং আসামী পক্ষে অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা কৌশলী ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন সেই সঙ্গে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায় আরো ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-২ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মাসুদ আলী। রবিবার (১ অক্টাবর) দুপুরে এ রায় ঘোষনা করা হয়।

কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী হলো চুয়াডাঙ্গা সদর উপজলার আলুকদিয়া গ্রামের রবিউলের ছেলে লালন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২১ সালের ৬ জুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া গ্রামের রবিউলের ছেলে লালনকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টরা ৮৪ পিস বুপ্রেনরফাইন এ্যাম্পুলসহ আটক করে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই আবুল কালাম আজাদ বাদী হয়ে ২ জনকে অভিযুক্ত করে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শেষে ২ জনকে আসামী করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। স্বাক্ষী গ্রহণ শেষে সন্দেহতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় এ রায় ঘোষণা করা হয়। দুই জন আসামীর মধ্য লালনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হলেও অপর আসামী আযুব আলীক বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় খালা শাশুড়ী হত্যা মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় কলাবাড়ি দক্ষিণ পাড়ায় খালা শাশুড়ী শাহিদা খাতুন (৪৫) হত্যা মামলায় রবিউল ইসলাম নামের একজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত। একই সাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

আজ বুধবার দুপুর তিনটার দিকে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক মোহাম্মদ মাসুদ আলী আসামীর উপস্থিতিতে ওই রায় দেন। নিহত শাহিদা খাতুন রনি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কলাবাড়ি দক্ষিন পাড়ার রেজাউল ইসলামের স্ত্রী।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল রাত আনুমানিক সাড়ে ১২ দিকে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে আসামী রবিউল ইসলাম শাহিদা খাতুনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করে। পরে স্বজনরা শাহিদা খাতুনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপালতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। এঘটনায় নিহতের ভাই হাফেজ আ: মতিন বাদী হয়ে ওই দিন সকালে রবিউল ইসলামকে একমাত্র আসামী করে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি গভীর তদন্ত শেষে একই বছর ৪ জুলাই একমাত্র রবিউল ইসলাকে আসামী করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দামুড়হুদা থানার উপ-পরির্দশক তবারক আলী। পরে ১৩ জনের মধ্যে ১১ জনের স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আজ দুপুরে ওই রায় দেন বিচারক। যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামী রবিউল ইসলাম একই গ্রামের আজিজুল মন্ডলের ছেলে।

আলমডাঙ্গায় মাদক মামলায় দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় ৪০ পিচ প্যাথেডিন জব্দকৃত মামলায় দুজনকে যাবজ্জীবন (সশ্রম) কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এছাড়া ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে একজন আসামির উপস্থিতিতে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ (২য়) আদালতের বিচারক মাসুদ আলী এ রায় ঘোষণা করেন। অপর এক আসামী পলাতক রয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের ভালাইপুর গ্রামের মৃত. আজিত মণ্ডলের ছেলে আয়ুব আলী (৪৯) এবং একই গ্রামের সিদ্দিক আলীর ছেলে ওহিদুল ইসলাম (৩৯)। এরমধ্যে ওহিদুল ইসলাম পলাতক রয়েছেন।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা যায়, ২০১১ সালের ৩০ অক্টোবর তৎকালীন আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শরিফুল ইসলাম সঙ্গীয় সোর্স নিয়ে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে ভালাইপুর মোড়ের বাসস্ট্যান্ডের নিকট থেকে সন্দেহভাজন হিসেবে আয়ুব আলী ও ওহিদুল ইসলামকে আটক করে। এসময় তাদের শরীর তল্লাশী করে আয়ুব আলীর কোমর থেকে ১৯ টি এবং ওহিদুল ইসলামের কোমর থেকে ২১টি প্যাথেডিন/এম্পুল জব্দ করা হয়। ওইদিনই এসআই শরিফুল ইসলাম বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় দুজনের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট গিয়াস উদ্দিন বলেন, দীর্ঘ ১২ বছর শুনানীর পর আসামী আয়ুব আলীর উপস্থিতিতে ১০ জনের সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত দুজনকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নগত ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। অপর আসামী ওহিদুল ইসলাম পলাতক রয়েছেন। ওহিদুল যেদিন গ্রেপ্তার হবে সেদিন থেকে এ রায় কার্যকর হবে।

দামুড়হুদায় মাদক মামলার আসামি উষা’র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

দামুড়হুদায় মাদক মামলায় আব্দুল্লাহ আল মামুন নামে এক হেরোইন ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরো ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রবিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক মাসুদ আলী এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আব্দুল্লাহ আল মামুন দামুড়হুদা উপজেলা সদরের দশমীপাড়ার নজরুল ইসলামের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিতি ছিলেন।

জানা গেছে ২০১৭ সালের ৯ জুন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে অভিযান চালায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এ সময় আব্দুল্লাহ আল মামুনের ভাড়া বাড়ি থেকে দুই কেজি ৩৫০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা। পরে তাকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোপর্দ করে মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলার রায়ে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।